খাকি ক্যাম্পবেল হাঁস চাষ

(Technologies For Rearing Of Khaki Campbell Duck)

"কম জলে খাকি ক্যাম্পবেল চাষ
ডিম পাবেন বারো মাস"

সেবাভারতী কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র
কাপগাড়ী::পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৫০৫
www.sevabharatikvk.org

উন্নত জাতের হাঁস চাষ করা মুরগি চাষের থেকে বেশি লাভ জনক । মুরগির তুলনায় হাঁসের রোগ ব্যাধি কম হয়। জঙ্গল মহলের তথা ঝাড়গ্রাম জেলার আবহাওয়া হাঁস চাষের অনুকুল । দেশি হাঁসের ডিম দেওয়ার ক্ষমতা কম কিন্তু খাকি ক্যাম্বেলের ডিম উৎপাদনের ক্ষমতা বেশি খাকি ক্যাম্বেল বছরে ২৫০-২৭০টি ডিম পাড়তে পারে যে খানে দেশি হাঁস বছরে ৬০-৭০ টি ডিম পাড়তে সক্ষম। দেশি হাঁস যেখানে ৬ মাস বয়স থেকে ডিম পাড়তে শুরু করে, খাকি ক্যাম্বেল হাঁস সেখানে ৫ মাস বয়স থেকে ডিম পাড়ে। একটি পূর্ন বয়স্ক দেশি হাঁসের ওজন যেখানে ১.২কেজি থেকে ১.৫ কেজির মধ্যে হয়,খাকি ক্যাম্বেল হাঁসের ওজন ২ থেকে ২.৫ কেজি হয়। খাকি ক্যাম্বেল হাঁসের ডিমের সাইজ বড় হয় এবং বাজারে বেশি দামে বিক্রি করা যায়। পুকুরে চরিয়ে পালন করলে হাঁস চাষে খরচ কম । পুকুরের গেঁড়ি-গুগলি খেয়ে হাঁসের যেমন পুষ্টি হয় তেমনি হাঁসের মল পুকুরে পড়ে মাছের খাদ্য প্ল্যাঙ্কটনের বৃদ্ধি ঘটায়।

খাকি ক্যাম্বেল হাঁসের বিভিন্ন বয়সের পরিচর্যা:-

বাচ্চা হাঁসের(০-৯ মাস পর্যন্ত)পরিচর্যা-

১) হাঁসের বাচ্চাকে প্রথম ৪ সপ্তাহ পর্যন্ত ব্রুডারে তাপ দিতে হবে। ৪ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত প্রতি বাচ্চার জায়গার প্রয়োজনে হয় ১-২ বর্গফুট করে। প্রথম সপ্তাহে ৯০ ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রা দরকার হয়। এরপর থেকে চার সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহে ব্রুডারের তাপমাত্রা ৩ ডিগ্রি ফারেনহইট করে কমাতে হয়।
২) হাঁসের বাচ্চাকে প্রথম দুদিন শুকনো ম্যাশ খাবার খেতে দেওয়া হয়। এরপর থেকে দৈনিক ৯৫ গ্রাম করে। চারসপ্তাহ বয়স পর্যন্ত প্রতিটি বাচ্চার জন্য খাবারের পরিমান হল ৯.৫ কেজি।
৩) হাঁসের বাচ্চাকে সবসময় বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করতে হবে,নাহলে বাচ্চার মৃত্যুরহার বাড়বে।
৪) ৯ মাস বয়সের পরে বাচ্চাকে জলে ছাড়া যাবে।
৫) ৯ মাস বয়সে হাঁসের বাচ্চাকে প্রথম ডাক কলেরা ও ডাক প্লেগ রোগের বিরুদ্ধে টিকা করণ করতে হবে।

বাড়ন্ত হাঁসের (৯-৫ মাস বয়স পর্যন্ত) পরিচর্যা-
৯) এই সময়ে দিনে দুবার করে ভেজানো খাবার(গ্রোয়ার ম্যাশ) দিতে হয়। এই সময়ে প্রতি বাচ্চার জন্য প্রতি সপ্তাহে গড় খাবারের পরিমান হবে সপ্তাহে ২.৫ থেকে ২.৭ কেজি।
২) বিকল্প খাবার হিসাবে ৫-৭% কলিম্ন বা অন্য কোন শাক খাওয়ালে খাবারের খরচ কমবে।
৩) ৪ মাস বয়সে বাড়ন্ত হাঁসকে দ্বিতীয়বার ডাক কলেরা ও ডাক প্লেগ টিকা দিতে হবে।

ডিম পাড়া হাঁসের(৫ মাসের বেশি)পরিচর্যা-
৯) ডিম পাড়া হাঁসের জন্য ডিপ-লিটার ঘরে পাখি পিছু ৩ বর্গফুট করে জায়গা দিতে হবে।
২)হাঁসের ঘরে প্রতি তিনটি হাঁসের জন্য একটি করে ৯২"x৯২"x৯৮" মাপের ডিম পাড়ার বাক্স দিতে হবে। প্রতি ৫টি মাদি হাঁস পিছু একটি করে মদ্দা হাঁস দিতে হবে।
৩) ডিম পাড়ার বাক্স প্রতি সপ্তাহে পরিষ্কার করতে হবে।
৪)পুকুরে চরিয়ে পালন করলে হাঁস পিছু দৈনিক ৬০-৬৫ গ্রাম ডাক লেয়ার ম্যাশ দিতে হবে। ১০ কেজি ম্যাশের সঙ্গে ২০ গ্রাম মিনার্যাল মিক্সচার মিশিয়ে দিলে উৎপাদন বাড়বে।
৫) খাবারের ক্যালসিয়ামের মাত্রা বাড়াতে পুকুর থেকে ঝিনুক বা গুগলি এনে গুঁড়ো করে খাবারে মিশিয়ে দিতে হবে(হাঁস পিছু ৫ গ্রাম করে)।
৬) ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে নিয়ম করে প্রতি মাসে কৃমির প্রতিষেধক ঔষধ খাওয়াতে হবে।

স্থানীয়ভাবে হাঁস খাবারের উৎপাদন :-

স্থানীয় সহজলভ্য উপাদানের মধ্যে আছে চাল ভাঙ্গা,গম ভাঙা,ধান ও গমের ভূষি,সয়াবীন গুঁড়ো,শুকনো মাছের গুঁড়ো ও তিল খইল। এই সমস্ত উপাদান নিম্নলিখিত পরিমানে অর্থাৎ

৬০ থেকে ৬৫ শতাংশ শষ্যদানা

৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ খইল ও শয়াবীন

৩ শতাংশ ঝিনুকের খইল ও ২ শতাংশ খনিজলবন মিশিয়ে তৈরি হয় হাঁসের সুষম খাবার।

হাঁসের রোগ-ব্যাধি :-

হাঁসের রোগ ও ব্যাধি কম হয়। তবে দু-তিনটি সংক্রমণ রোগের আক্রমন কখনো হতে পারে এগুলি হল-

১) ডাক কলেরা:-

লক্ষন:- চার সপ্তাহের বেশি বয়সের হাঁসের এই রোগ বেশি হতে দেখা যায় । এই রোগে আক্রান্ত হলে হাঁস খাওয়া বন্ধ করে দেয়, জ্বর হয়,ঝিমোতে থাকে ,চামড়ার নিচে লালচে ভাব দেখা যায়,পাতলা পায়খানা হতে থাকে।

চিকিৎসা:-৩০ মিলি সালফা মিজাথিন(৩৩.৩%) ৫ লিটার খাবার জলে মিশিয়ে দিতে হবে। পরপর ৫ দিন সকালে ও বিকেলে এই ভাবে ঔষধ খাওয়াতে হবে।

প্রতিকার:-ডাক কলেরা ভ্যাক্সিন প্রথমে চার সপ্তাহ বয়সে,দ্বিতীয়বার ঐ ভ্যাক্সিন প্রথম ভ্যাকসিনের তিনমাস পরে এবং তারপর থেকে বছরে একবার করে দিতে হবে।

মাত্রা:- বাচ্চা-৯ মিলি চামড়ার নিচে,পূর্ণবয়স্ক-২মিলি চামড়ার নিচে।

২) ডাক প্লেগ:-

এটি হাঁসের ভাইরাস ঘটিত ছোঁয়াচে রোগ। যে কোন বয়সের হাঁসের ক্ষেত্রে এই রোগ হয়ে থাকে।এই রোগে মৃত্যুর হার খুব বেশি প্রায় ৯০ সতাংশ।

লক্ষন:-

পালক উস্কোখুস্কো থাকবে ,পাখি ঝিমোবে,মাথা ও চোখ ফুলে উঠবে,সবুজাভ সাদা রঙের পাতলা পায়খানা হবে,ডানা ঝুলে পড়ে,মৃত পাখির শরীরের বিভিন্ন জায়গা রক্ত জমে থাকবে। এই রোগের কোনো ভালো চিকিৎসা নেই। অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ প্রয়োগে কিছু সুফল পাওয়া যায়। এজন্য প্রাণী চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।

প্রতিকার -

৯) হাঁসের মধ্যে এই রোগ দেখা দিলে হাঁসের ঘর চুন-ব্লিচিং দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে।

২)আক্রান্ত হাঁসকে আলাদা রাখতে হবে,পুকুরে ছাড়া চলবে না।

৩)৪ সপ্তাহে এবং ৯৬ সপ্তাহে দু-বার ডাক প্লেগ ভ্যাক্সিন কেতে হবে। চামড়ার নিচে ৯ মিলি ইঞ্জেকশান করে এই ভ্যাক্সিন করতে হবে।

৩) ডাক ভাইরাল হেপাটাইটিস:-

মূলত:- ২-৩ সপ্তাহের হাঁসের বাচ্চার এই রোগের সংক্রমন হয়। আক্রান্ত পাখির মল ও সংস্পর্শ থেকে সুস্থ পাখিতে এই রোগ ছড়ায়।এই রোগে মৃত্যুর হার ৯০%।এই রোগে হাঁস সবুজ পায়খানা করে,হাঁটতে গেলে টলে পড়ে যায় এবং অবশেষে মারা যায়। এই রোগের কোন চিকিৎসা নেই।

এই রোগ প্রতিরোধ কারার জন্য একদিনের বাচ্চাকে টিকা দিতে হয় এছাড়া ডিম পাড়া হাসকে এই ভ্যাক্সিন দিয়ে রাখলে উৎপাদিত বাচ্চার মধ্যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মায়।

রোগ প্রতিরোধের উপায়:-

১) রোগমুক্ত দল থেকে হাঁস বাচ্চা নির্বাচন
২) সঠিক স্বাস্থ্যবিধি পালন করা।
৩) যথোপযুক্ত খাবার,জল ও মেঝেতে জায়গার ব্যাবস্থা করা।
৪) নিয়মিত টীকাকরণ করা।
৫)মেঝের লিটারকে শুকনো রাখা ও নিয়মিত উল্টেপাল্টে দেওয়া

টীকাকরণের ক্ষেত্রে কি করা উচিত ও কি করা উচিত নয়:-

১) নামী প্রস্তুতকারকের টীকাই কেনা দরকার।
২) কেনার পর ব্যাবহার করা পর্যন্ত টীকা রেফ্রিজেরেটারে ।
৩) টীকা দেবার জন্য তৈরী করার ২ থেকে ৩ ঘন্টার মধ্যে ওষধ ব্যাবহার করা।
৪) ব্যাবহারের নির্দিষ্ট তারিখ শেষ হবার পর টীকা ব্যাবহার করা উচিৎ নয়

খাঁকি ক্যাম্বেল হাঁস পালনের অর্থনৈতিক সুবিধা :-

খাঁকি ক্যাম্বেল হাঁসের উৎপাদিত ডিম বিভিন্ন সরকারী প্রকল্প গুলিতে সরবরাহ করা যেতে পারে।এছাড়া স্থানীয় বাজারেও এই ডিমের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে পালন করলে খাঁকি ক্যাম্বেল ডিম উৎপাদনকারী হাঁস থেকে ৯২০০ থেকে ৯৫০০ টাকা উপর্জন করা যেতে পারে। গ্রামীন যুবক-যুবতীদের খাঁকি ক্যাম্বেল হাঁস চাষের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার ভালো সুযোগ রয়েছে।

উন্নত মানের খাঁকি ক্যাম্বেল হাঁসের বাচ্চা সেবা ভারতী কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র হইতে কৃষকদের জন্য সরবরাহ করা হয়।

কৃষি,পশুপালন,মৎস্যচাষ ও সংশ্লিষ্ট বিষয় যে কোন সমস্যা সমাধান ও পরামর্শের জন্য সেবাভারতী কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে যোগাযোগ করুন

সেবাভারতী কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র
কাপগাড়ী ,পশ্চিম মেদিনীপুর কতৃক প্রচারিত ও প্রকাশিত

তথ্য সংকোলকঃ কাশিনাথ মহান্তী,খামার পরিচালক,সেবা ভারতী কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র

সম্পাদনাঃ ডঃ অসিমকুমার মাইতি,কর্মসূচী সংযোজক,সেবা ভারতী কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র